মুক্ত প্রাণের প্রতিধ্বনি
ভোরের কাগজ

জানুয়ারি ১৪, ২০০৭, রবিবার : মাঘ ১, ১৪১৩

কয়েকটি দেশ নাজমুল হুদাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে পারে

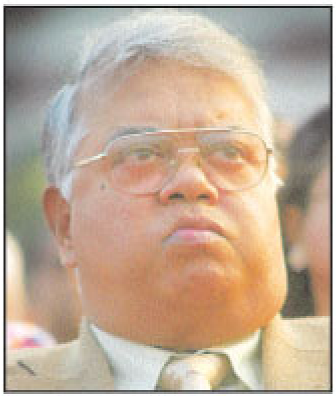

কূটনীতিকদের সম্পর্কে অশীল মন্তব্য

কাগজ প্রতিবেদক : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ও ব্রিটিশ হাইকমিশনারসহ কয়েকজন বিদেশী কূটনীতিক সম্পর্কে অশীল মন্তব্য করায় বিএনপির সহসভাপতি ও সাবেক যোগাযোগমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদাকে কয়েকটি দেশে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হতে পারে। একই সঙ্গে তার পারিবারিক এনজিও মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থাকে বিভিন্ন বিদেশী দাতা প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সহায়তা বন্ধ করে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে। উলেখ্য, দেশের চলমান রাজনৈতিক সংকট নিরসনের জন্য বিশেষ করে সব রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে মার্কিন রাষ্ট্রদূত প্যাট্রিসিয়া এ বিউটেনিস ও ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরী বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক অচলাবস্থা নিরসনের জন্য শুধু এই দুই প্রভাবশালী কূটনীতিকই নন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের কূটনীতিকরা ছাড়াও কানাডা, অস্ট্রেলিয়াসহ প্রায় সকল দেশের কূটনৈতিক মিশন থেকে চেষ্টা চালানো হয়। কূটনীতিকরা কখনো ড. ইয়াজউদ্দিন, কখনো রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বৈঠক করে সংকট নিরসনে উদ্যোগী হন। বিদেশী কূটনীতিকদের সবার চেষ্টা ছিল সকল দলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এ দেশে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। একতরফা নির্বাচন হলে এই নির্বাচন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় স্বীকৃতি দেবে না এমন কথাও জানানো হয়। এক পর্যায়ে জাতিসংঘও এব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে। বাংলাদেশে একতরফা নির্বাচনের ব্যবস্থা করায় নির্বাচন সংক্রান্ত সব ধরনের সহায়তা স্থগিত করে দেয় জাতিসংঘ।

বিদেশী কূটনীতিকদের এ ধরনের পদক্ষেপে বিএনপি-জামাত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কূটনীতিকদের উদ্যোগকে বিদেশী ষড়যন্ত্র হিসেবে দাবি করা হয় তাদের পক্ষ থেকে। কিন' সবচেয়ে কঠোর ভূমিকায় নামেন সাবেক যোগাযোগমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা। তিনি বিদেশী কূটনীতিকদের দালাল হিসেবে অভিহিত করে বলেন, তারা একটি দলের হয়ে কাজ করছেন। ১০ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির অডিটোরিয়ামে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের এক সমাবেশে ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা বলেন, কিছু কিছু দালাল রাষ্ট্রদূত মহাজোটকে সংবিধান ধ্বংসের জন্য উস্কানি দিচ্ছেন। তাদের কথাবার্তা স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকিস্বরূপ। ব্যারিস্টার হুদা মার্কিন রাষ্ট্রদূত ও ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতকে স্টুপিড হিসেবে অভিহিত করে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত আনোয়ার চৌধুরী সম্পর্কে আরো কিছু আপত্তিকর কথাবার্তা বলেন। এ সময় একদল আইনজীবী আনোয়ার চৌধুরীকে বাংলাদেশ থেকে বহিষ্কারের দাবি জানালে নাজমুল হুদা

তাদের দাবি সমর্থন করেন।
বিএনপির প্রভাবশালী নেতা ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা বিদেশী কূটনীতিকদের সম্পর্কে এমন বিরূপ ও অশ্লীল মন্তব্য করায় কূটনৈতিক পাড়ায় বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। বিষয়টি বিএনপির উচ্চ পর্যায়কেও অবহিত করা হয়। এ নিয়ে বিএনপির শীর্ষ নেতারা বেকায়দায় পড়েন। ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে কথা বলে দুঃখ প্রকাশ করেন বলে জানা গেছে। কূটনৈতিক সূত্রগুলো জানিয়েছে, ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার বক্তব্যে বিদেশী কূটনীতিকরা বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ। সূত্রটি জানিয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ কয়েকটি দেশে নাজমুল হুদাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হতে পারে। এ ছাড়া নাজমুল হুদার এনজিও মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থাকে সাহায্য প্রদানও বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে।

This page has been printed from the web site of The Daily Bhorer Kagoj (www.bhorerkagoj.net).
URL: http://www.bhorerkagoj.net/news.php?id=35098&sys=3

Developed by: Colors of Bangladesh (www.colorsofbangladesh.com)